দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JUN 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সিনেট অধিবেশনে ভিসি

ভার্সিটি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে সিনেটের চেয়ারম্যান ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলিয়াছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সমাধা করার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। সম্প্রতি ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলির দ্বন্দ্বের মধ্যে নূতন একটি মাত্রা যুক্ত হইয়াছে, তাহা হলই হল দখলের প্রক্রিয়া। একটি ধারণা জন্ম নিয়াছে যে, হল দখলের মাধ্যমে ডাকসু এবং হল সংসদগুলির নির্বাচনে জয়লাভ করা যাইবে অথবা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হইবে। ১৯৯১ সালের ১৭ই মার্চ রাতে বসুনিয়া তোরণ এবং দেলোয়ার তোরণের মধ্যবর্তী স্থানে প্রচণ্ড গোলাগুলীর মাধ্যমে হল দখলের প্রক্রিয়ার যে সূচনা হইয়াছিল তাহা এখনও থামে নাই। এখন নীলক্ষেত

(৭ম পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সিনেট অধিবেশনে ভিসি

(প্রথম পৃঃ পর)

রোডের উত্তরের এবং দক্ষিণের হলগুলি প্রায় একচেটিয়াভাবে এক বা একাধিক সংগঠনের দখলে রহিয়াছে। ফলে হল প্রশাসন হল হইতে বহিরাগত বা অস্ত্রধারীদের বাহির করিয়া দিতে অথবা হলে প্রকৃত আসনপ্রাপ্ত ছাত্রকে তাহার আসনের দখল নিতে সব সময় সক্ষম হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি হইয়া রহিয়াছে।

জাতীয় সঙ্গীত ও পবিত্র কোরআন তেলাওতের মাধ্যমে বিকাল ৪টায় অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতে ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান শোক প্রস্তাব পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন। প্রথম দিনে সিনেটের রীতি অনুযায়ী ভিসির ভাষণের উপর আলোচনায় অংশ নেন ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রফেসর ম, আখতারুজ্জামান, প্রফেসর আমিনুল ইসলাম (দর্শন বিভাগ), ডঃ আবদুল মান্নান চৌধুরী, ডঃ রঙ্গলাল সেন, প্রফেসর জহুরুল হক, কাজী খলিকুজ্জামান, কে, এ, এম সাদ উদ্দিন, ডঃ আবুল কালাম, নিয়ামত ইলাহী, ডঃ আমিনুল ইসলাম,ডঃ তৌহিদুল আনোয়ার, ডঃ মোহাব্বত খান ও ডঃ খন্দকার বজলুল হক।

উদ্বোধনী অধিবেশনে ডাকসু মনোনীত ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি যথাক্রমে হাবিব-উন-নবী সোহেল, শেখ নিয়ামত আলী, শিরিন সুলতানা, কাজী আলী আব্বাস ও শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি উপস্থিত ছিলেন।জাতীয় সংসদ মনোনীত ৫ জন প্রতি নিধির কেহই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না।

উদ্বোধনী ভাষণে ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা গত একবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়া বলেন, হত্যাকাণ্ডগুলির কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সবগুলিই রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হইয়াছে। দেশীয় রাজনীতিতে দুইটি দলের অথবা সংগঠনের দ্বন্দ্ব বা কোন কোন ক্ষেত্রে একটি দল বা সংগঠনের অন্তদ্বন্দ্ব হত্যাকাণ্ডের পিছনে কাজ করিয়াছে। এইসব বিয়োগান্তক নাটকের কুশীলবদের সূতার টান আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে। ভিসি বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের আর একটি দিক হইল চাঁদা আদায়। নির্মাণকার্যে চাঁদা আদায়ের নানাবিধ ঘটনার কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হইতেছে। একটি উদাহরণ দিয়া তিনি বলেন, সম্প্রতি শিক্ষকদের ৭০টি ফ্লাট নির্মাণের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। সেক্রেটারিয়েটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি টেণ্ডার বাক্স রাখা হইয়াছিল। বিভিন্ন ঠিকাদার কোম্পানী সিডিউলপত্র সংগ্রহ করিলেও নির্ধারিত তারিখে কোন টেণ্ডার জমা পড়ে নাই। খবর পাওয়া গিয়াছে যে, দুইদল তরুণ আলাদা আলাদাভাবে ঠিকাদারদের বাসায়, অফিসের ঠিকানায় যোগাযোগ করিয়া মোটা অংকের টাকা দাবী করিয়াছে। একজনকে বলা হইয়াছে ৫ লক্ষ টাকা না দিলে টেণ্ডার ফেলিতে দেওয়া হইবে না। ভিসি বলেন, বার বার অনির্ধারিত বন্ধের কারণে সেশন জট নিরসনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও গ্রহণ করা যাইতেছে না। অনির্ধারিত বন্ধ এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং কিছুসংখ্যক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সাথে ভর্তি পরীক্ষা না হওয়ার জন্য সেশনজট হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ যে নাই এ কথা বলা যাইবে না। ছয় মাসে অনেক পরীক্ষার ফল বাহির হয় না, এই দোষ কি ছাত্রদের? নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠদান সম্ভব হয় না সে দোষ কার? পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর তাড়াহুড়া করিয়া কোর্স শেষ করার প্রবণতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্রদের নিকট হইতে পরীক্ষা পিছানোর দাবী বার বার কেন উচ্চারিত হয় তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে যার যা দায়িত্ব আছে তাহা স্বীকার করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা না হইলে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হইবে না। তিনি বলেন, যদি সত্যই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ থাকে তাহা হইলে সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ এবং জ্ঞান সৃষ্টির একটি আদর্শ কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারি। এই জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।

আজ (মঙ্গলবার) বিকাল ৪টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হইয়াছে।